ফ্যাক্ট শীটঃ ধান বীজ

আস এগ্রিকালচারাল এডভাইজরী সোসাইটি

চাষী বীজ পরিচিতি

- ভিত্তি বীজ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ধান কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন, বিনিময় ও বিক্রয় করাই হচ্ছে চাষী বীজ।
- প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক বীজ পদ্ধতির একটি মিশ্র পদ্ধতি হচ্ছে চাষী বীজ।
- চাষী বীজ পদ্ধতি ব্যবহার করে একদিকে যেমন স্থানীয় ভাবে বা গ্রাম পর্যায়ে গুণগত ধান বীজের অভাব দূরীভূত হবে, অপরদিকে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

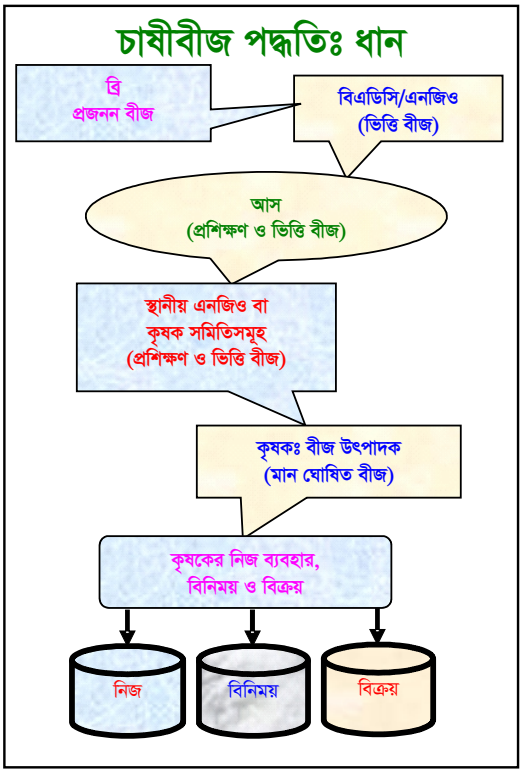

চাষীবীজ উৎপাদনের ধাপসমূহ

চাষী বীজের গুরুত্ব

- শুধু গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি করা যায়।
- মোট ধান বীজের চাহিদার মাত্র শতকরা ৯৫ ভাগ বীজ ধান চাষী পর্যায় থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার গুণমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। এ অবস্থায়, কৃষক পর্যায়ে, গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ধান উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজন।
- অপরদিকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বীজ ধান সহজলভ্য নয়।
- চাষী বীজ পদ্ধতিতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কৃষক নির্ভরযোগ্য উৎসের ভিত্তি বীজ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ধান তৈরি করতে পারেন।
- প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষীরা ভাল বীজ পাচ্ছেন না। সে কারণে চাষী বীজ পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চাষী বীজ পদ্ধতিতে বীজধান উৎপাদন ও সরবরাহ

চাষী দল গঠন

- প্রতিটি গ্রামে ২০-৩০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার নিয়ে একটি গ্রুপ গঠন করতে হবে। প্রতি গ্রুপের সদস্যরা একজন গ্রুপ কো-অর্ডিনেটর নির্বাচন করবেন।

কৃষক প্রশিক্ষণ

- বীজ ধান উৎপাদনকারীদের চাহিদা মোতাবেক অংশগ্রহণমূলক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- প্রতিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বীজধান উৎপাদক কৃষক সমাজে "বীজধান চাষী" হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত হবেন।

ধানের জাত নির্বাচন

- প্রতিটি গ্রামের কৃষকদের চাহিদা ভিত্তিক ধানের জাত নির্বাচন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বীজ ধান চাষীদের অংশগ্রহণমূলক জাত প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করতে হবে।
- গ্রামের কৃষকদের মাঠ পরিদর্শন এবং যাচাই এর মাধ্যমে মৌসুম ভিত্তিক ধানের জাত নির্বাচন করতে হবে।

চাষী বীজ উৎপাদন প্লট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

ভিত্তি বীজের সরবরাহ

- বর্তমানে বিএডিসি'র পাশাপাশি এনজিও এবং বীজ কোম্পানীগুলো আধুনিক ধানের ভিত্তি বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করছে।
- চুক্তির মাধ্যমে ব্রি থেকে প্রজনন বীজ সংগ্রহ করে সরকারী বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে যে কোন সংস্থা ধানের ভিত্তি বীজ উৎপাদন করতে পারে।
- প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত "বীজ উৎপাদনকারী কৃষক" প্রতি মৌসুমে একটি জাতের মাত্র **৩ কেজি** ভিত্তি বীজ ব্যবহার করবেন।
- চাহিদা ভিত্তিক আধুনিক জাতের **৫-১০ টন** ভিত্তি বীজধান উৎপাদন ও লাভজনকভাবে বিতরণ করে আগ্রহী সংস্থা স্থায়ী চাষী বীজ পদ্ধতি চালু করতে পারে।

উন্নত বীজ ধান সংরক্ষণ পদ্ধতি

- প্লাষ্টিকের ড্রামে অনুমোদিত মাত্রায় ন্যাপথালীন দিয়ে বায়ুরোধী অবস্থায় ড্রামে বীজ ধান সংরক্ষণ করতে হবে।
- পরিবারের মহিলা সদস্যদের দিয়ে বীজধান সংরক্ষণ ও সংরক্ষণোত্তর ব্যবস্থাপনা করা সবচেয়ে উত্তম।

পর্যবেক্ষণ

- চাষী বীজ পদ্ধতিতে গুণগত মানসম্পন্ন বীজধান উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, গুণমান যাচাই, বিতরণ ও বিক্রয় প্রক্রিয়াটির সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। তাই এক্ষেত্রে প্রতিটি কৃষক পরিবারের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্বারা অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd